দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 24 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম

স্বদেশি আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের

হাসান-উজ-জামান

শিক্ষার্থী ও ইতিহাসবিদদের দায়িত্ব হচ্ছে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের আত্মদানকারী শহীদদের রক্ত-ঋণ পরিশোধ তথা শোষণহীন, অসাম্প্রদায়িক, আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা বিনির্মাণে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকা

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানের স্বৈরশাসন-শোষণ-বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী তথা স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ও অবদান বাঙালি জাতির বিজয়গাথাকে মহিমান্বিত করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনামলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর স্বদেশি আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বৈষম্য বাঙালি জাতিকে স্বাধিকার আন্দোলনের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। যার প্রতিটি ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্যোগী এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা তথা নেতৃত্ব জাতির বীরত্বগাথা ও গৌরবগাথাকে সমৃদ্ধ করেছে। বাঙালি জাতির ধারাবাহিক স্বাধিকার আন্দোলন ক্রমান্বয়ে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়ে ১৯৭০-র সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাঙালির বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা সংগ্রাম চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে সক্রিয় ও অকুতোভয় ভূমিকা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীদের যাত্রা শুরু, যা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়, বাষট্টির হামিদুর রহমানের গণ-বিরোধী শিক্ষানীতিবিরোধী আন্দোলন, ছেষট্টির ঐতিহাসিক ৬ দফা, ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং সত্তরের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালির বহু কাঙ্ক্ষিত মুক্তিসংগ্রাম একাত্তরে চূড়ান্ত পূর্ণতা পায়।

১৯৩০-র ২৯ আগস্ট স্বদেশি বিনয় কৃষ্ণ বসুর গুলিতে তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) এজে লোম্যান নিহত এবং পুলিশ সুপার হডসন মারাত্মক আহত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অন্যতম মেধাবী ছাত্র এবং স্বদেশি হরিষ চন্দ্র ভট্টাচার্যকে ব্রিটিশ পুলিশ ভারতের প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠায়। উল্লেখ্য, কারাগারে বসে স্নাতক সম্মানের পাশাপাশি স্নাতকোত্তরেও প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন ইতিহাস বিভাগের এই কৃতী ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, ঐতিহাসিক, প্রথম বাঙালি উপাচার্য ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন তথা স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে বরাবর সক্রিয় ও সাহসী ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। তিনি সব সময় স্বদেশিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং সক্রিয় সাহায্য-সহায়তা করতেন। তার সঙ্গে নেতাজি সুভাষ বসুর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। নেতাজি ঢাকায় এলে তাদের দুজনার সাক্ষাৎ-বৈঠক এবং আলাপ-আলোচনা হতো। এই বিভাগের শিক্ষার্থী আনোয়ারা খাতুন ব্রিটিশ শাসনামল থেকে শুরু করে স্বৈরাচারী আইয়ুবের সামরিক শাসন জারির পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার সদস্য ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নেও তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শুরু করে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে অবিস্মরণীয়।

ইংরেজ শাসনের অবসানের পর সাম্প্রদায়িক মতাদর্শে দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে চলমান সব আন্দোলনে ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অবদান জাতির ইতিহাস এবং গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিসংগ্রামকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম কেবল ৯ মাসের যুদ্ধে সীমাবদ্ধ ছিল না। মূলত মাতৃভাষা আন্দোলন থেকে বাঙালির আত্মমর্যাদা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের উদ্বোধন ঘটে। নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের বড় লাট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক ১৯৪৮-এর ২১ মার্চ তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে ও ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে– 'উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা' (Urdu and Urdu shall be the state language of Pakistan)– এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের নৈতিক ঐক্যে প্রথম এবং নির্মম আঘাত হানা হয়। অর্থাৎ পাকিস্তানের মূল প্রবক্তা বা প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহই এই রাষ্ট্রের বিভক্তির প্রথম উদ্যোক্তা। তার বৈষম্যমূলক ও আত্মঘাতী ঘোষণার ধারাবাহিকতায় খাজা নাজিমউদ্দিন কর্তৃক একই ঘোষণার পুনরাবৃত্তির পর ১৯৫২-র একুশ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে সর্বপ্রথম গ্রেপ্তার হন ইতিহাসের কৃতী ছাত্র ও পরবর্তীকালে শিক্ষক (সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান বিচারপতি), তৎকালীন ফজলুল হক হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি হাবিবুর রহমান শেলী। যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়ে তদানীন্তন স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠী

ও তাদের তাঁবেদার কর্তৃপক্ষের রোষানলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে অব্যাহতি নিতে বাধ্য হন। বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আরও শরিক হন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী এবং তৎকালীন ছাত্রনেতা গাজীউল হক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জিল্লুর রহমান, মোহাম্মদ সুলতান প্রমুখ। মাতৃভাষা আন্দোলনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পরবর্তীকালে অ্যাডভোকেট গাজীউল হক ভাষাসৈনিক হিসেবে খ্যাত হন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবী মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। জিল্লুর রহমান তার সুযোগ্য নেতৃত্ব, সততা, নম্রতা, একাগ্রতা ও আপসহীনতার গুণে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

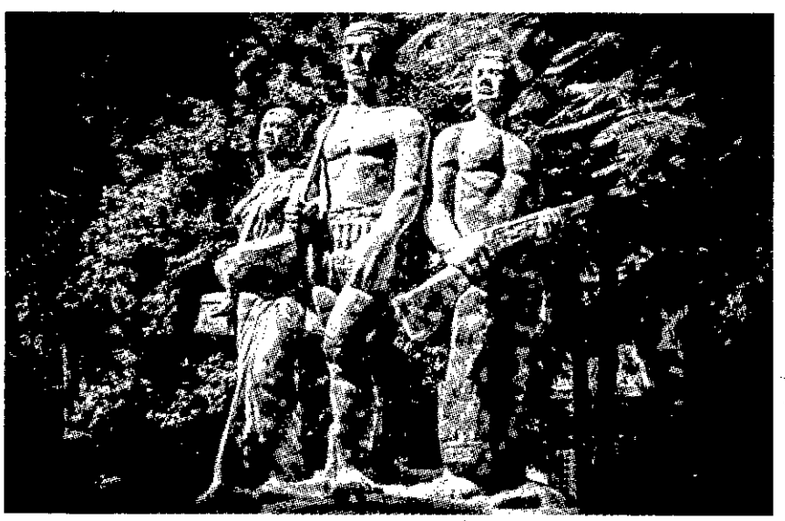

মহান ভাষা আন্দোলনে অভাবনীয় অর্জনের সফল